Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

চোল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর।

প্রাচীন ভারতের বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে চোল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থা। দীর্ঘ সময়ের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার নিরিখে এই প্রশাসনব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল তা বলা বাহুল্য। এই শাসনব্যবস্থা অনেকদিন ধরে চললেও, চোল রাজা প্রথম রাজরাজ এবং কুলতঙ্গের শাসনের সময়কালে চোলদের প্রশাসনিক কাঠামো একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। চোল রাজারা স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা ও দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে একটি সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল শাসন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চোল সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো জানার জন্য আমাদের প্রধান উপাদান হল সমকালীন কিছু লেখ। চৈনিক পরিব্রাজক চো-গু উয়া-র বিবরণির মত সাহিত্যিক উপাদান এক্ষেত্রে আমাদের কিছু আভাস দেয়। চোল রাজাদের প্রশস্তি ও "সঙ্গম সাহিত্য" থেকেও কিছু অস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ।

চোল শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় --- এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্ব্বোচ্চ স্থানে ছিল রাজার স্থান। রাজারা " চক্রবর্তীগণ" অর্থাৎ "সম্রাট" ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করতেন। এবং এই সময়ে রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন রাজনৈতিক নগরি গড়ে ওঠে। এছাড়া মৃত রাজাদের স্মরণে মন্দির নির্মাণ করা হয়। রাজপথ ছিল বংশানুক্রমিক। আইন, বিচার, প্রশাসন সবকিছুর উর্দ্ধে ছিল রাজার স্থান। রাজসভায় "রাজগুরু" বিশেষ মর্যাদা পেতেন। রাজগুরু পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দান করতেন। অনেক সময় রাজা উপশাসক হিসাবে যুবরাজার হাতে কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিতেন। যুগ্ম শাসন ব্যবস্থাই ছিল চোল প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চোলদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক না থাকলেও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। অধ্যাপক নীলকন্ঠ শাস্ত্রী চোলদের অধীনে "উদান কুট্টুম" নামক মন্ত্রীদের অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন। এঁরা নানা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। আবার ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার মনে করেন, চোলদের কোন স্থায়ী মন্ত্রী সভা ছিলনা । আবার নীলকন্ঠ শাস্ত্রী - চোল শাসনযন্ত্র জটিল আমলাতান্ত্রিক বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে সাধারণভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে "পেরুন্দরম" এবং নিম্ন পদস্থ কর্মচারীকে "সিরুদনম" নামে অভিহিত করেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এদের যথাক্রমে "পেরূন্দনম ও সিরূতনম" নামে অভিহিত করেছেন। এদের মধ্যবর্তী কর্মচারী হিসেবে " সিরুদনত্তুপ-পেরুন্দনম" নামে অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার 'সম্ভবত উত্তর ভারতীয় নিয়োগ পদ্ধতির সাথে চোলদের নিয়োগ ব্যবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিলনা' বলে মনে করেন। চোলদের নিয়োগ ব্যবস্থায় বর্ণ, বংশ পরিচয়, যোগাযোগ ও অন্যান্য গুণাবলী বিবেচনা করা হত। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধানত কর্মচারীর দক্ষতা, সততা ও রাজ-অনুগত্য ইত্যাদি গুণাবলী বিবেচনা করা হত। কর্মচারীদের নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হত না। বেতন হিসেবে প্রদান করা হত চাষযোগ্য ভূমি। যাকে 'জীবিত্' বলা হয়।

চোল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ বা মন্ডলম-এ বিভক্ত ছিল। প্রদেশের সংখ্যা ছিল আট বা নয়। প্রতিটি প্রদেশ "জেলা বা বলনাড়ু-তে" বিভক্ত ছিল। কয়েকটি বলনাড়ু ছিল কয়েকটি নাড়ু বা কোট্টমের সমষ্টি। কয়েকটি গ্রাম সমষ্টি নিয়ে তৈরি হত নাড়। শাসনব্যবস্থার মূল একক ছিল গ্রাম। আবার বড় গ্রামকে বলা হত তানিয়ুর। গ্রামগুলি স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করত। এছাড়া প্রাদেশিক শাসকরা রাজার ইচ্ছানুসারে শাসন পরিচালনা করতেন। এবং সমস্ত ঘটনাবলীর সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করতেন।

চোল আমলে ভূমি কর ছিল একমাত্র আয়ের উৎস। এই কর নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে দেওয়া যেত। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বা নগরে প্রবেশ কর গ্রহণ করা হত। এছাড়া শিল্প ও খনি থেকে গৃহীত রাজস্ব প্রভৃতিও আয়ের উৎস ছিল অন্যতম। ভূমি রাজস্বের হার ছিল সম্ভবত উৎপাদের ১/৩ অংশ। তবে জমির উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। যুদ্ধ, মন্দির নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধ প্রভৃতির জন্য প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্যের রেওয়াজ ছিল। প্রতি গ্রামের মন্দির, শশ্মান প্রভৃতি স্থান ছিল কর মুক্ত ।

চোল সাম্রাজ্যে বিচার ব্যবস্থার জন্য তিন ধরণের আদালতের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করেন ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী। যথা- রাজকীয় আদালত, গ্রামীণ আদালত ও জাতি পঞ্চায়েত। রাজকীয় আদালত কে 'ধর্মাসন' বলে অভিহিত করা হত। শাস্তির ক্ষেত্রে কঠোরতা ছিল। চুরি, ব্যভিচার ও জালিয়াতি ইত্যাদি লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত, অর্থদন্ড বা কারাদন্ডের বিধান ছিল। তবে এইসব অপরাধীরা গ্রাম সভায় যোগদান করতে পারতো না।

চোল শাসন পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন। চোলদের গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা ছিল অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন। এখানে গ্রাম শাসনের জন্য গ্রামের প্রজাদের দিয়ে ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাথমিক সমিতি গঠন করা হত। গ্রাম সমিতি ছিল মূলত দুই ধরনের – ঊর ও সভা। গ্রামীণ শাসনব্যবস্থায় দুজন মধ্যস্থ ও করণত্তার নামক সরকারি কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এরা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রাম সভায় উপস্থিত থাকতে পরাতো। যদিও ঐতিহাসিক ব্যাসাম বলেন – চোলদের স্থানীয় প্রশাসনে ধনী লোকদেরই প্রাধান্য ছিল। নারীদের ভূমিকা ছিল অনুপস্থিত। এমনকি গ্রামের দরিদ্র মানুষদেরও স্থানীয় শাসনে কোন গুরুত্ব ছিল না।

চোল শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র্য। তাই ঐতিহাসিক স্মিথ - চোল শাসনব্যবস্থাকে উন্নত চিন্তা ও ক্রীয়াশীল বলে উল্লেখ করেন।